No-452
25-7-52

কুমুদবন্ধু দাস প্রযোজিত

বান্ধব পিকচার্সের নিবেদন

কা তব কান্তা

পরিচালনা : **বিধায়ক ভট্টাচার্য্য**

সঙ্গীত পরিচালনা : **দক্ষিণামোহন ঠাকুর**

পরিচালনা-সহকারী : সিধু মুখার্জ্জী, সুভাষ মুখার্জ্জী, শক্তি সুর

সঙ্গীত-পরিচালনা-সহকারী : নির্ম্মল বিশ্বাস

নৃত্য-পরিচালনা : **পানু পাল**

চিত্রশিল্প : **শচীন দাসগুপ্ত**, বীরেন কুশারী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন ঘোষ

সম্পাদনা : **নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য**, মনু ভট্টাচার্য্য

রূপসজ্জা : **সুধীর দত্ত**, সুরেশ, সন্তোষ, বাসুদেব

চিত্র-পরিস্ফুটন : **জগবন্ধু বসু**, প্রফুল্ল মুখার্জ্জী, দুর্গা বসু, নবকুমার গাঙ্গুলী

শব্দযন্ত্র : **সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়**, সমেন চ্যাটার্জ্জী, অমর ঘোষ

শিল্প-নির্দ্দেশ : **হীরেন লাহিড়ী**, খগেন দত্ত, অমূল্য, দৈতারি

আলোক-নিয়ন্ত্রণ : **বিমল দাস**, রবি দাস, সুনীল চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, ইন্দ্রমণি, হরি সিং, নিতাই

ব্যবস্থাপনা : **বিশ্বনাথ বোস**, অজিত দাস

স্থিরচিত্র : **এ, এন দাস এণ্ড কোং, সমর ব্যানার্জ্জী**

আবহ-সঙ্গীত : **টেগোরস অর্কেষ্ট্রা**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : **নাড়াজোল রাজ, প্রবীর রাজ, সানু ব্যানার্জ্জী ও সি—ই—সি :** ১০৪।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশক : **রূপচিত্রম লিঃ,**
১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড

কা তব কান্তা

পথ চলে সন্ন্যাসী ভিখনদাস। সে পথে পড়ে—নারীর যৌবন, কুসুমিত কানন, জ্যোৎস্নামদির রাত্রি, শিশুর কোলাহল। আনন্দময়, মানুষের পৃথিবী। আত্মবিস্মৃত সন্ন্যাসীর কী যেন মনে পড়তে চায়। বিচিত্র এক জিজ্ঞাসা জাগে তার মনে—কে সে? কী তার পরিচয়?

গভীর এ জিজ্ঞাসায় ধ্যানাচ্ছন্ন সন্ন্যাসীর চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে যায় বিস্মৃতির কালো যবনিকা—ফুটে ওঠে বহু আগেকার তার ফেলে আসা দিনগুলি…

…প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে একখানি গাড়ী আসছে। গাড়ীখানি হঠাৎ থেমে গেল একটি ফটকওয়ালা বাড়ীর সামনে। আরোহী যুবক তৃষ্ণার্ত্ত। সেই বাড়ীতে জলের জন্যে অনুরোধ ক'রে তিনি বাগানে পায়চারী করছিলেন। ওপরের দিকে চাইতেই তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টি আট্‌কে গেল একটি পরমাসুন্দরী তরুণীর মুখে। অন্যমনস্ক যুবক বেরিয়ে এসে চাকরের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন—মেয়েটির নাম দীপা। সে রুকুমপুরের জমিদার দুহিতা।

এর পরেই দীপার সম্বন্ধ এলো মানসগড় রাজ্য থেকে। কন্যার পিতা এই

অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। বরের পেছনে পেছনে গ্রন্থিবদ্ধা বধূ পদার্পণ করলো মানসগড়ের রহস্যময় বিশাল প্রাসাদে।

...ফুলশয্যার রাত্রি...নারীর জন্ম জন্মান্তরের পথ চাওয়া মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এলো। কিন্তু কোথায় রাজা রবীন্দ্র? তিনি তখন নাটমহলে বাইজীর গীতসুধা ও সুরার অমরাবতীতে বিহার করছেন। পুষ্পাভরণভূষিতা দীপা তার বিধবা জায়ের কাছ থেকে শুনলো—"চোখের জলে চন্দন না ধুয়ে স্বামী দেবতার দেখা পাওয়া এবাড়ীতে একটা অসম্ভব ঘটনা। অতএব শুয়ে পড়ো। বঁধু কুঞ্জে এলে নিজেই জাগিয়ে নেবেন।" কিন্তু টলমলায়মান মন আর পদক্ষেপ নিয়ে স্বামী দেবতা সত্যিই যখন কুঞ্জে এলেন, তখন রাত্রি ভোর হতে আর দেরী নেই।

নারীর উপবাসী চিত্ত ক্ষুধায় কেঁদে মরে এক ফোঁটা প্রেমবারির জন্য। যেন ঘন গম্ভীর কালো মেঘের দিকে অনিমেষে চাওয়া চাতকীর অভিসার।.. কিন্তু দেখতে দেখতে অস্থিরচিত্ততার দক্ষিণ বাতাসে সে মেঘ কেটে যায়, চাতকীর তৃষ্ণা আর মেটেনা। বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য বাহার চাচা নিঃশব্দে দেখে সব, কিন্তু বলতে কিছু পারেনা। রাজা রবীন্দ্রকে সে নিজের হাতে মানুষ করেছে। বৃদ্ধের চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সমবেদনার অশ্রু।

সংসারের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এলো রবীনের বাল্যবন্ধু অজিত, আর দীপার চিঠি পেয়ে রুকুমপুর থেকে এলো দীপার দাদা নিত্যানন্দ... দুজনে দু'রকম দৃষ্টি দিয়ে দেখলো এই পরিস্থিতি। নিত্যানন্দ এগুলো সম্পত্তির দিকে আর অজিত এগিয়ে গেল দীপার উপবাসী চিত্তের দিকে। অজিতের সান্নিধ্যে দীপা খুঁজে পেল বন্ধুর আশ্বাস আর আশ্রয়।

দীপার শরীর খারাপ উপলক্ষ্য করে মধুপুরে এল রবীন, দীপা, অজিত আর বাহার চাচা। দীপা প্রত্যহ বেড়াতে যায় ডাক্তারের সঙ্গে। এই নিয়ে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে নানারকম আলোচনা চলতে লাগলো। কেউ কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাহার চাচাকে বলেও গেল একথা। কিন্তু রাজা রবীন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াতে কোন প্রতিকারই হলনা। সন্দেহের কাঁটা অবশ্য তার মনেও বিঁধেছিল, কিন্তু বাল্যবন্ধুকে অবিশ্বাস করতে তার মন চায়নি।

কিন্তু কাঁটাগাছ ক্রমেই বেড়ে ওঠে। অজিতের আচরণ, অজিতের ওষুধ—আর যেন সে সহ্য করতে পারে না। একদিন সে একটু বেশী অসুস্থ, ভারাক্রান্ত দেহ মন নিয়ে একলা শুয়ে আছে। দীপা এলো তায় কুশল নিতে। দু'একটা সামান্য কথা। কিন্তু তাতেই তার মনের অবরুদ্ধ বারুদ স্তূপে দেয় আগুন

লাগিয়ে। আহত পশুর মতো গর্জে ওঠে সে। তার চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে অজিত ঘরে ঢুকতে চরম উত্তেজনায় কী একটা বলতে গিয়েই বিছানায় লুটিয়ে পড়ে অসুস্থ রবীন।

অজিত তাকে পরীক্ষা করে ঘর ছেড়ে চলে যায়। হতচকিতা দীপা যখন বুঝলো তার স্বামীর প্রাণ নেই—তখন আকুল ক্রন্দনে সে লুটিয়ে পড়লো তার বুকে.....

আত্মবিস্মৃত সন্ন্যাসীর কাণে বাজে সেই ক্রন্দন...আকুল করে তাকে! সন্ন্যাসী আবার পা বাড়ালো তার আবাল্য লীলার তীর্থক্ষেত্র মানসগড়ের দিকে।

এ কি তার মোহ, না মোহভঙ্গ? নিয়তি তার জীবন-নাট্যের কী বিচিত্র পরিণতি রচনা করে রেখেছে!

সঙ্গীত

বাঈজীর গান

(১)

তব বেণু শ্যাম রায় সুরে সুরে কেন চায়
পরশ লাগাতে বল গো—
এই ভরা মধু মাসে কেন বঁধু ডাকো পাশে
নিদালী ভাঙাতে বল গো!

তুমি যবে মৃদু হেসে আখি পরে রাখো আঁখি
বুকে দোলা লাগে এসে—আধো লাজে চেয়ে থাকি,
উলোমলো যৌবনে চাও তুমি তনু মনে
কী মায়া জাগাতে বলো গো!

চাঁদ জাগে নীলিমায়—যমুনায় দোলে ঢেউ,
ফোটে ফুল বনছায়—তারা জানে না তো কেউ
কেন এ রজনী আগে আসেনি কো অনুরাগে
মিলনে রাঙাতে বলো গো!

শ্যামল গুপ্ত

দীপার গান

(২)

বিরহ মধুর হোলো মিলনে মিশা
তবুচ মেটেনা তৃষা কেন—মেটেনা তৃষা!
চাওয়া যবে হোলো সারা
সুরু হলো আঁখি ধারা,
মুখ পানে চেয়ে কাটে জাগর নিশা—
মেটেনা তৃষা কেন—মেটেনা তৃষা!

মৌমাছি কুসুমের বাহুর বাঁধে
মধুর মাধবী রাতে নীরবে কাঁদে।।

এই কাছাকাছি থাকা এই হাতে হাত রাখা
ভীরু ভালবাসা কেন হারাবে দিশা,
তবু মেটেনা তৃষা কেন—মেটেনা তৃষা!

কল্পনা চক্রবর্ত্তী

সাঁওতালদের গান

(৩)

জোছনাতে বসবে এসো শাল বনের এই তলাতে—
কল্‌কে ফুলের মালা পীতম চল্‌কে দেব গলাতে!
আজকে রাতে আমোদ ভারী
দুঃখের মুখে তুড়ি মারি—
চাঁদ ডুবে ভোর হ'বেই হ'বে পিরীত কথা বলাতে।
মন ভ্রমরার ঘুম ভেঙেছে ফুল পরীদের চুমাতে—
পরদেশীয়া আজকে রাতে আর দেবোনা ঘুমাতে।

আঁচলখানি পাতবো ভুঁয়ে
মুখের পয়ে থাকবো নুয়ে,
তোমায় আমায় করবো খেলা কালাতে আর ধলাতে—
শাল বনের এই তলাতে।।

কল্পনা চক্রবর্ত্তী

দীপার গান

(৪)

আজ মনে মনে ভাবি আমি কি তোমার
কেহ নই কিছু নই—
তাই কভু বা আশায়, কভু নিরাশায়
তব মুখ পানে চেয়ে রই।
তুমি কাছে এলে মোর মন চলে যায় দূরে
দূরে গেলে হায় আঁখি দুটি মোর ঝুরে—
আমি গানের ভুবনে ভাঙ্গা সুর নিয়ে
আনমনা মিছে হই।
আমি যেন মরু—তুমি মরিচীকা
আছো তবু যেন নাই,
আমার পিয়াসা তোমার মায়ায়
ছলনায় ভরা তাই।।
তুমি আজ যেন মোর জীবনের মধুমেলা
তুমি ভরে তোলো মম অভিমানে সারা বেলা,
তাই পাষাণের ভার বুকে নিয়ে আমি
ফাগুনের ব্যথা বই।।

শ্যামল গুপ্ত

কা তব কান্তার রূপায়ণে—

সন্ধ্যারাণী

পদ্মা দেবী
প্রমীলা ত্রিবেদী

অপর্ণা, লীলাবতী
মীরা বসু, বীণা ঘোষ
অণিমা, সুধা পাত্র

জীবেন বসু
কমল মিত্র
বিমান বন্দ্যোঃ

রঞ্জিত রায়, বেচু সিংহ
গৌরীশঙ্কর, অমিয়
অনিল রায়, সুব্রত
পান্নালাল, অচিন্ত্যকুমার
সৌরেন ঘোষ, হলধর বন্দ্যোঃ
বিশু, শৈলেন, গণেশ
ভবানী, কালী, বিশ্বশ্বর
সুনীতি সেন, নিমাই, শীতল

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ. টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—৵০ আনা